সংবাদ

তারিখ 26 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

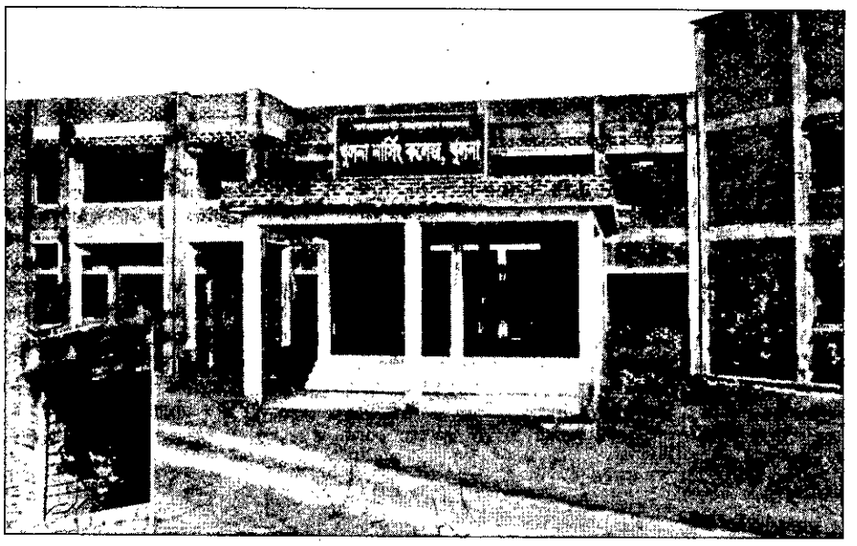

খুলনা নার্সিং কলেজ -সংবাদ

# এক দশকেও চালু হয়নি খুলনা নার্সিং কলেজ

**প্রতিনিধি, খুলনা**

সাড়ে ১০ বছরেও চালু হয়নি খুলনা নার্সিং কলেজ। জানালা দরজায় পচন ধরেছে, ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ছে, ঠিকাদারের সঙ্গে সরকারের সমঝোতার পর পুনর্নির্মাণে সাত কোটি টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে তাও প্রায় বছর পার। কিন্তু টেন্ডার প্রক্রিয়া করতেই কেটে গেলো প্রায় আট মাস। এতে সাড়ে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কলেজটি কার্যক্রম শুরুর আগেই ভুতুড়ে বাড়ি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আর কোন সীমানা প্রাচীর না থাকায় রাতে এইস্থান মাদকসেবী আর বখাটেদের আড্ডাস্থলে পরিণত হয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নার্সিং পেশায় উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়ার সঙ্গে খুলনায়ও প্রতিষ্ঠা হয় খুলনা নার্সিং কলেজ। নগরীর বয়রার কলাবাগান এলাকার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে ১০ একর জমির ওপর ১৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এ কলেজটি। তবে এর নির্মাণকাজ থেমে যায় ২০০৯ সালে। তখন একটি অ্যাকাডেমিক ভবন, গেস্ট হাউজ, দুইটি হোস্টেল, ও তিনটি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজের অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ চারবছর পর ২০১১ সালে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম চালুর উদ্যোগে নিয়ে ১৩ জন শিক্ষক পদায়ন করা হলেও বর্তমানে মাত্র ৭ জন শিক্ষক রয়েছেন কাগজে-কলমে। তাদের মধ্যে আবার শিক্ষা ছুটি এবং প্রেষণে অন্যত্র কর্মরত আছেন ৫ জন। বর্তমান স্বাস্থ্য পরিচালকের দফতরের সহকারী পরিচালক (সেবা) হিসেবে কর্মরত খালেদা আক্তার এখন অতিরিক্ত দায়িত্বে এখানকার অধ্যক্ষ। এছাড়া প্রভাষক রয়েছেন মাত্র একজন। তাছাড়া দুজন কম্পিউটার অপারেটর, একজন ক্যাশিয়ার, একজন স্টোর কিপার, একজন ল্যাব সহকারী পদায়ন থাকলেও প্রেষণে তারা অনত্র কর্মরত। এসবের মধ্যে গত সেশনে দেশের অন্য তিনটি নার্সিং কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ৬০ জনকে খুলনাতে ভর্তির জন্য মনোনিত করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা বাতিল করে ডিজি নার্সিং-এর কার্যালয়।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী এএফএম আনিছুর রহমান বলেন, সদ্য যোগদান করেছি, কোন কাজই ঠিকমত বুঝে নিতে পারিনি। তাই এইবিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। বিদায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ বলেন, হেডঅফিসের চাহিদামত সাত কোটি টাকার প্রাক্কলন ঢাকায় পাঠিয়েছি। সেখানে থেকেই টেন্ডার হওয়ার পর ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ শুরু হবে। নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ খালেদা বেগম বলেন, বিগত কয়েকবছর বার বারই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তিও পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে এ অঞ্চলের নার্সিং পেশায় নিয়োজিত শত শত নার্স উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে আগামীবছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক কিছু আসবাবপত্র পাঠানো হয়েছে। সব জটিলতা নিরসন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ (স্বানাপ) সংগঠনের খুলনা মহানগর সভাপতি জেসমিন নাহার বলেন, খুলনায় নার্সিং কলেজটি চালু না হওয়ায় এ অঞ্চলের কমরত নার্সদের ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়ায় গিয়ে বিএসসি নার্সিং কোর্স করতে হচ্ছে। এতে অনেকে সংসার, স্বামী-সন্তান রেখে দু'বছর দূরে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ নার্সিং কলেজটি চালু থাকলে বাড়িতে বসেই অনেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন। বিভাগীয় সভাপতি শীলা রানী দাস বলেন, বর্তমান সরকার নার্সদের ব্যাপারে অতীতের সব সরকারের চেয়ে আন্তরিক। এজন্যই ইতোমধ্যে সারাদেশে ১০ হাজার নার্স পদায়ন ছাড়াও নার্সদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। খুলনা নার্সিং কলেজটিও দ্রুত পুনঃনির্মাণ করে চালু করা হবে এমন প্রত্যাশা তার।